তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ১ম বর্ষ ❑ ৫ম সংখ্যা ❑ নভেম্বর ২০১০ ❑

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অগ্রগতি

রিইব প্রকল্প এলাকায় তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে দলিত ঋষি সম্প্রদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন-এর নির্দেশনামূলক চিঠি প্রদান

পলাশ দাস এদেশের দলিত ঋষি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য। গত ২৪/০৭/২০১০ তারিখে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর ৮ (১) ধারার ভিত্তিতে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, তালা, সাতক্ষীরা অফিসে উপজেলার ৬ নং সদর ইউনিয়নের কাবিখা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য কী পরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তার তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আইনের ৯ (১) ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ২০ কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য বা জবাব সরবরাহ করা হয়নি। তাই তিনি আইনের ২৪ ধারার ভিত্তিতে গত ৩০/৮/২০১০ তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেন। আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেখান থেকেও কোন তথ্য সরবরাহ করা না হলে তিনি ২৫ ধারার ভিত্তিতে গত ২২/০৯/২০১০ তারিখে প্রধান তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন বাংলাদেশ-এর বরাবরে অভিযোগ করেন। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তথ্য কমিশন প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আবেদনকারীকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য তালা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে নির্দেশনামূলক চিঠি প্রদান করে। এর অনুলিপি আবেদনকারী পলাশ দাস-কেও প্রেরণ করা হয়। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে উক্ত চিঠিটি হুবহু ছাপানো হল।

তথ্য কমিশন
প্রত্নতত্ত্ব ভবন (তৃতীয় তলা)
এফ/৪-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা -১২০৭
ফ্যাক্স : ৯১১০৬৩৮

স্মারক নং: ৩কক/প্রশা-২৩/২০১০-৫৫২ তাং: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১০

বিষয়: জনাব পলাশ দাস, পিতা-সুজয় দাস, গ্রাম-খানপুর,ডাকঘর-তালা, থানা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা কর্তৃক চাহিত তথ্য সরবরাহকরণ

সূত্র: উল্লেখিত আবেদনকারীর ২৪/০৭/২০১০ তারিখের আবেদন

উপর্যুক্ত বিষয়ে দাখিলকৃত আবেদনে তালা উপজেলার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে তালা উপজেলার ০৬ নং সদর ইউনিয়নে কাবিখা প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে তার তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে। আবেদনটি তথ্য কমিশনের সভায় উপস্থাপিত হয় এবং এ বিষয়ে তথ্য আইনের ০৭ ধারায় কোন বাধা না থাকায় তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য তথ্য কমিশন নির্দেশনা প্রদান করেছে।

কাজেই চাহিত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর বিধান মোতাবেক সরবরাহ নিশ্চিত করে প্রধান তথ্য কমিশনারকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য, এজন্যে তথ্যের মূল্য বিধি মোতাবেক আদায়যোগ্য হবে।

সংযুক্তি: তথ্য অধিকার আইন ও বিধি সম্বলিত পুস্তিকা-০১ কপি

সহি
(নেপাল চন্দ্র সরকার)
সচিব
তথ্য কমিশন

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
তালা, সাতক্ষীরা

অনুলিপি:
জনাব পলাশ দাস
পিতা-সুজয় দাস
গ্রাম-খানপুর, ডাকঘর-তালা
থানা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা

তথ্য অধিকার মেলা

বাংলাদেশের "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সম্পর্কে দেশব্যাপী জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে "তথ্য অধিকার আইনকে জানুন, নিজের জীবনের উন্নতি আনুন" শীর্ষক শ্লোগানকে সামনে রেখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) গত ২৪ অক্টোবর ২০১০ তারিখে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর পৌরসভার "মার্কেট প্লাজা" প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী "তথ্য অধিকার মেলা" অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত মেলায় রিইব কর্মকর্তা, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও এনজিও কর্মী, স্থানীয় রবিদাস সম্প্রদায়ের জনগণসহ এলাকার সর্বস্তরের শ্রেণী ও পেশার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বাংলাদেশ ও ভারতের গান, ভিডিও এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত রিইবের প্রকাশনা প্রদর্শন করা হয়। এতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। মেলায় আগতদের অনেকেই প্রদর্শিত ব্যানার, পোস্টার ও ফেস্টুন দেখে আকৃষ্ট হন এবং রিইবের প্রকাশিত তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ, ব্রোসিওর ও তথ্য অধিকার বার্তা সংগ্রহ করেন। এছাড়াও তথ্য আবেদনে আগ্রহীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে রিইবের প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং এনিমেটরগণ আবেদনপত্র লিখতে সহায়তা করেন এবং তা কোথায়, কিভাবে প্রদান করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত মেলায় বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর প্রায় ২৫ জনের অধিক ব্যক্তি তথ্য আবেদন লিখতে সহায়তা নেন।

তথ্য অধিকার মেলায় জনসমাগম এবং আবেদনপত্র লেখানো হচ্ছে

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিষয়ক সেমিনার

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং এর সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক যে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করছে গত জানুয়ারী ২০১০ থেকে, সেই গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে স্থানীয় সেমিনার করা। এর উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার কার্যক্রমের ডিমান্ড সাইড তথা জনগণ এবং সাপ্লাই সাইড তথা কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র স্থাপন করা। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছে যাবার প্রবেশাধিকার সংকুচিত– সেই ক্ষেত্রটাকে আরও প্রসারিত করা। একই সাথে এলাকায় সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে রিইব-এর কাজকে জানানো, ছড়িয়ে দেয়া। তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়ায় সকল পক্ষের মধ্যে যাতে সংহতি স্থাপিত হয়, সেজন্য "বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা" শিরোনামে রিইব গবেষণাকৃত পাঁচটি এলাকায় (লৌহজং, তালা, শ্যামনগর, কুষ্টিয়া ও সৈয়দপুর) পার্টনার সংগঠনের সাথে যৌথভাবে স্থানীয় সেমিনার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সেমিনার-এক : উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তন, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ, ১২ অক্টোবর ২০১০

স্থানীয় বেদে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লৌহজং উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কবির। সভাপতিত্ব করেন রিইবের পরিচালক ড. মো: কোরবান আলী। রিইবের তথ্য অধিকার প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম-এর সঞ্চালনায় উক্ত সেমিনারে লৌহজং উপজেলার বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও ব্যক্তিত্ব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় পর্বের পর রিইব, রোসা লাক্সেমবার্গ এবং আরটিআই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সুরাইয়া বেগম সূচনা বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে সরকার ২০০৯ সালে যে "তথ্য অধিকার আইন" পাশ করেছে সে সম্পর্কে এখানকার সরকারী কর্মকর্তাদের অবগত করা এবং এলাকায় তথ্য আবেদন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বেদে জনগোষ্ঠীর সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়া এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য। তথ্য আইন প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও অনেক সরকারী কর্মকর্তা আইনটি সম্পর্কে অবগত নন। ফলে আইনটি সম্পর্কে না জানার কারণে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার লাভের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে যথাযথ সহযোগিতা করতে পারে না। যদিও এই আইনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব কাজী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান কবির স্থানীয় বেদে জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে নিজেই সেমিনারে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন। ফলে সেমিনার এক পর্যায়ে ডায়ালগে পরিণত হয়। তিনি সরাসরি বেদেদের কাছ থেকেই তাদের সমস্যার কথা জানতে চান। সঠিক চিত্র পাবার জন্য তিনি স্থানীয় রিইব এনিমেটর মো: সউদ খানকে এড়িয়ে অন্যদের কাছে জানতে চান তাদের সমস্যা এবং তথ্য পাবার অধিকারের ক্ষেত্রে বাধার দিকগুলো সম্পর্কে, কখনো উপজেলা পর্যায়ে সরকারী অফিসে তারা গিয়েছেন কিনা। এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত বিষয় হচ্ছে যে, রিইব এনিমেটর ছাড়াও সাধারণ বেদে জনগোষ্ঠীর সদস্যরা সাবলীলভাবে তথ্য পাবার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। বেদে মো: আসমাউল সর্দার বলেন, "বহুবার এসেছি, তথ্য আবেদনও করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমাকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। তথ্য নিতে গেলে আজ না, কাল দেবো, কাল এলে আবার বলা হয় পরশু দেবো- এভাবেই আমাদেরকে ঘোরানো হয়। বেদে মো: ইমদাদুল বলেন, "আমি উপজেলা ভূমি অফিসে খাস জমি নিয়ে আবেদন করেছি, এরই মধ্যে ৭টি আবেদন করেছি। সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনের রিসিভ কপি বার বার চাওয়া হলেও আমাকে কোন রিসিভ কপি দেওয়া হয়নি। আর তথ্য আবেদন করতে গেলে সব সময় বলে, দিয়ে যান। আমরা ইউএনও স্যারকে দিয়ে দেব। সবশেষে ভূমি অফিসে আবেদন করেছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন তথ্য পাইনি।" মো: সউদ খান বলেন, ভূমি অফিস, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে এ পর্যন্ত ২৩টি আবেদন করেছি। কিন্তু কোন অফিস থেকে আমাদেরকে কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। তাই সংশিষ্ট অফিসের উর্ধ্বতন আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আপীলও করেছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেমিনারে উপস্থিত সকলকে আশ্বস্ত করে বলেন, এখন থেকে কোন আবেদন করলে অবশ্যই জবাব দেওয়া হবে। সরকার সব সময় আন্তরিক। তবে শুধু তথ্য জানলে চলবে না, সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের সেফটিনেট কর্মসূচীর সুবিধা পেতে গেলে অবশ্যই আমাদের কাছে আসতে হবে, আবেদন জানাতে হবে। সবশেষে সভাপতি ড. মো: কোরবান আলী বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে আজকের এই সেমিনারের আয়োজন সেটা সফল হয়েছে। কারণ এখান থেকে একটা ইতিবাচক পরিবেশ সূচিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠা করা। তাই শুধু তথ্য পেলে চলবে না। সেটা কেন্দ্রিক যে সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করার জন্যও সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রিইব এখানে একটা অনুঘটক হিসাবে কাজ করছে।

সেমিনারের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল –

- বেদেদের উপস্থিতি, তাদের সুশীল অবয়ব, ব্যবসার মত পেশায় সংযুক্তি এবং যুক্তিপূর্ণ সাহসী উপস্থাপন মূলধারার জনগোষ্ঠীর পূর্বধারণাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে।
- বেদেরা যে আইন প্রয়োগ করে তথ্য আবেদন, আপীল, অভিযোগ করতে পারে এটা প্রশাসনকে বিস্মিত করেছে।
- সেমিনারে দুইপক্ষ পরস্পর বিপরীতে মুখোমুখি বসে আলোচনা করেন সমস্যা নিয়ে।
- সরকারি কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সাপ্লাই সাইডের দুর্বলতা ছিল লক্ষণীয়। তারা কোন প্রশিক্ষণ পায়নি, আইনের কপি পায়নি। আইনকে তারা প্রথম স্বচক্ষে দেখে রিইব প্রকাশিত গাইড বই 'তথ্য আইনের সহজপাঠ' দেখে। এমনকি সরকারি নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাও আইনটি দেখেননি এবং জানেন না সঠিকভাবে।
- সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে, সরকারি "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্পে বেদে জনগোষ্ঠীর ১৯ জনের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সেমিনার-দুই: উপজেলা প্রশাসন মিলনায়তন, সৈয়দপুর, নীলফামারী, ২৪ অক্টোবর ২০১০

রিইব শাখা অফিসের সহায়তায় এবং স্থানীয় রবিদাস জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সৈয়দপুর উপজেলায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবিনা আলম, সৈয়দপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সাংবাদিক জনাব আমিনুল হক। সভাপতিত্ব করেন রিইব পরিচালক ড. মো: কোরবান আলী, সঞ্চালনায় প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম। সেমিনারে উপজেলার বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও ব্যক্তিত্ব ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ রিইবের তথ্য অধিকার প্রকল্পের এনিমেটরগণ অংশগ্রহণ করেন। এই সেমিনারের মূল উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রশাসনকে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া যে, তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ শুধু সৈয়দপুরের রবিদাস সম্প্রদায়েই নয় রিইবের উদ্যোগে আরও অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীতেও হচ্ছে এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করাও জরুরী। তাই সূচনা বক্তব্যের পরপরই পাঁচটি জনগোষ্ঠী থেকে এক একজন প্রতিনিধি তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তারা উল্লেখ করেন তাদের চ্যালেঞ্জের কথা, সফলতার কথা। কুষ্টিয়ার রোশনী রানী বর্ণনা করেন মেয়রের অফিসে তথ্য আবেদন করার পর মেয়র তাকে অফিসে ডেকে কী ধরনের আচরণ করেছেন। (বিস্তারিত বিবরণ পৃ: ৪) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং একজন নারী হিসাবে কীভাবে অবহেলা আর অসম্মানের শিকার হয়েছেন। অসীম দাস, মনোজ বিশ্বাস, পরিমল মুন্ডা এবং মুন্না দাসসহ সকলেই এখানে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য তুলে ধরেন। মুন্না দাস বর্ণনা করেন কীভাবে তিনি সরকারি অফিসে তথ্য অধিকারের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন এবং রবিদাস সম্প্রদায় সরকারি সেবামূলক কর্মসূচীর সুফল পেয়েছেন। তাদের যুক্তিপূর্ণ এবং গোছালো উপস্থাপনা স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের চমৎকৃত করে।

সরকারি কর্মকর্তারা স্বীকার করেন যে, তারা আগে এই আইন সম্পর্কে জানতেন না, এখন জানেন এবং মনে করেন যে,সরকারি কর্মকর্তাদের এই আইনটি সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানা দরকার। তারা অঙ্গীকার করেন যে, শুধু রবিদাস নয়, যে কোন ব্যক্তিই তাদের কাছে তথ্য আবেদন করলে তারা সহযোগিতা করবেন। তবে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং যুক্তিসঙ্গত ও প্রয়োজনীয় তথ্য চাইতে হবে। এই প্রসঙ্গে প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক আমিনুল হক বলেন, 'ভালো ব্যবহার' কথাটি আপেক্ষিক। আর ভালো ব্যবহার করলে তথ্য দেওয়া যাবে, না হলে নয় - এরকম শর্ত

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার

আইনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া কোন ব্যক্তির কি তথ্য প্রয়োজন এটা সরকারি কর্মকর্তারা নির্ধারণ করতে পারেন না, এটা ব্যক্তির অধিকার। তথ্য আইন এই অধিকার দিয়েছে ব্যক্তিকে।

সৈয়দপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব সাবিনা আলম বলেন, এই আইনের সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত হওয়া খুবই জরুরী। কারণ শিক্ষা না থাকলে এর প্রয়োগ অসম্ভব। তিনি জানান ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারীভাবে ইনফরমেশন সেন্টার করা হচ্ছে। সেখানে তথ্য ডিসক্লোজড করার কাজ এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। আর তখনই এ বিষয়ে তথ্য না দেওয়ার প্রশ্ন আসতে পারে যদি তাতে কিছু অস্বচ্ছতা থাকে। তবে কোন কাজ করতে গেলে প্রথম প্রথম একটু বাধা আসে। এক্ষেত্রেও তাই আসছে। তিনি ঘোষণা দেন যে, উপজেলা অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছেন এসি (ল্যান্ড)। প্রধান অতিথি সৈয়দপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব ওবায়দুর রহমান এর মতে, আমাদের দেশে একটা আইন হয়েছে। এটা সকলকে মান্য করতে হবে-এটাই হচ্ছে মূল কথা। এজন্য আইনটা জানতে, বুঝতে হবে। সরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহীতা কেবল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে নয়, জনগণের কাছেও। এ লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশ দুর্নীতিমুক্ত হবে, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা হবে এটাই হচ্ছে মূল কথা ।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়

গত ২৩-২৫ অক্টোবর ২০১০ তারিখে রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটরদের অংশগ্রহণে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় কুন্ডল গ্রামে রবিদাস সম্প্রদায়ের আরটিআই দলের সদস্যদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটর অসীম কুমার দাস, মো: সউদ খান, রোশনী রাণী বিশ্বাস, অজয় বিশ্বাস, মনোজ বিশ্বাস ও মুন্না দাস, কোঅর্ডিনেটর সুরাইয়া বেগম এবং ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর উৎপল কান্তি খীসাসহ রবিদাস সম্প্রদায়ের তথ্য অধিকার দলের সদস্যরা এবং এলাকার লোকজন অংশগ্রহণ করেন। এই অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যেকার সংহতি দৃঢ়করণ এবং অন্যের অভিজ্ঞতা শেয়ারের মাধ্যমে শেখা। পরিচয় পর্ব শেষে রবিদাস সম্প্রদায়ের এনিমেটর মুন্না দাস তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতায় বলেন জানুয়ারী মাসে ঢাকায় রিইবের প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে এলাকায় "রবিদাস সংঘ"-এর মাধ্যমে দল গঠন করে কাজ করা শুরু করেন। সেখানে সকলের আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করে বিভিন্ন সরকারি অফিসে তথ্য আবেদন করা হয়। তথ্য আবেদনের মাধ্যমে আইনটির বিভিন্ন খুটিনাটি দিকগুলো আয়ত্তে আসে। বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়, সফলতার স্বাদও আসে। ক্রমে আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা দৃঢ় হয়। আর এক্ষেত্রে রিইব এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ, গাইড বই সহজপাঠ, বিভিন্ন প্রকাশনা এবং নিয়মিত দিক নির্দেশনামূলক সহায়তা বড় ভূমিকা রাখে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিষয়ে তথ্য আবেদন করা হয়েছে। আলোচনায় আরো আসে যে, তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে ফলোআপ করা খুবই জরুরী, আর তথ্য আবেদনের সাথে সম্পৃক্ত না হলে এই আইনকে যথাযথভাবে জানা সম্ভব নয়। এরপর রবিদাস সম্প্রদায়ের মিথুন দাস, গীতা রাণী দাস, ববিতা রাণী দাস ও মানিক দাসসহ আরো অনেকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং বাইরে থেকে আগত এনিমেটরদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এমনকি নিজেরাও বাইরে থেকে আগত অন্যান্য সম্প্রদায়ের এনিমেটরদের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা, কমিউনিটি ভিত্তিক বিদ্যমান সমস্যা ও তা সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিস্তারিত জেনে নেন। উল্লেখ্য যে, অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার শেষ পর্যায়ে সকলে মিলে ইস্যু চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে উপজেলা ভূমি অফিসের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে খাস জমির তথ্য চেয়ে আবেদনপত্র জমা দেয়া হয়।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ বিষয়ে দ্বিতীয় মাসিক আলোচনা সভা

"তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ২৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) -এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় মাসিক আলোচনা সভা। এখানে প্রথমে রিইবের তথ্য অধিকার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়। বলা হয় যে, তথ্য অধিকার আইন আমাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। কারণ দেশের নাগরিক হিসাবে এই আইন প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা এখন সরকারী অফিসের তথ্য জানার অধিকার পেয়েছি, যা ইতিপূর্বে ছিল না। তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের লক্ষ্যে সকলেরই উচিৎ নাগরিক হিসাবে নিজে তথ্য আবেদন করা এবং অন্যদের তা করতে উৎসাহিত করা। কারণ এই আইনটিকে যত বেশী ব্যবহার করা হবে তত বেশী সুফল লাভ হবে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নিজেরা করি'র প্রতিনিধি রিইব প্রকল্পের কাজের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান এবং প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাদের তথ্য অধিকার বিষয়ক কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। অংশগ্রহণকারীরা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে করণীয় এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে জানতে চাইলে ভারতসহ বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়। উল্লেখ্য, রিইব সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বেলা ৩:০০ টায় "তথ্য অধিকার বিষয়ক মাসিক আলোচনা সভা" আয়োজন করে আসছে।

সৈয়দপুরে তথ্য অধিকার কেন্দ্রে রবিদাস জনগোষ্ঠীর জন্য রিইব-এর প্রকল্প থেকে কম্পিউটার প্রদান

কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য অধিকার কেন্দ্র স্থাপন

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগের বিষয়ে দেশের ৫টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজের ধারাবাহিকতায় জুলাই মাস থেকে এক এক করে মুন্সিগঞ্জ, নীলফামারী, কুষ্টিয়া, খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কমিউনিটি পর্যায়ের সহযোগী সংগঠনে স্থাপন করা হলো প্রকল্পের "তথ্য অধিকার কেন্দ্র" (RTI Information Centre)। "তথ্য অধিকার কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সংশ্লিষ্ট জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা এবং তার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করা। রিইব প্রকল্প থেকে কম্পিউটার ও টেবিল হস্তান্তর করা হয় খুলনা জেলায় 'ইনিশিয়েটিভ ফর রাইট ভিউ' প্রতিষ্ঠানে। কম্পিউটার বুঝে নেন রিইব-এর এনিমেটর পরিমল কুমার মুন্ডা এবং আইআরভি-এর প্রধান নির্বাহী মেরিনা পারভীন যুথী। সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় পরিত্রাণে কম্পিউটার বুঝে নেন পরিত্রাণ-এর নির্বাহী পরিচালক মিলন দাস ও এনিমেটর অসীম কুমার দাস। নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলায় কম্পিউটার বুঝে নেন রিইবের রিসোর্স কেন্দ্র প্রধান এবং স্থানীয় রবিদাস জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও এনিমেটর মুন্না দাস, মিথুন দাস। অন্যদিকে মুন্সিগঞ্জের লৌহজং উপজেলার খড়িয়া গ্রামে এবং কুষ্টিয়া জেলা সদরের ফেয়ার অফিসে প্রাথমিকভাবে আসবাবপত্র সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে এই "তথ্য অধিকার কেন্দ্র" প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য আইন কার্যক্রমের চিত্র

কমিউনিটি	বিবরণ			
	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাবপ্রাপ্তি	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল	তথ্য কমিশনে অভিযোগ
বেদে	৩০	০২	১৫	০৭
রবিদাস	৩৯	২৭	০২	-
হরিজন	২৪	০২	০৬	-
মুন্ডা	৩৩	০১	০৪	-
ঋষি	৩৫	০৬	২২	০৮
মোট	১৬১	৩৮	৪৯	১৫

সূত্রঃ জানুয়ারী-অক্টোবর, ২০১০ এ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখিত ছক তৈরী করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সফলতা ও চ্যালেঞ্জ

"তোমার বাবার নাম আমরা 'একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্পে' তালিকাভুক্ত করেছি"

আমি মিঠুন দাস, গত ২০ মে ২০১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের "একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প" তে কাদেরকে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তার নামের তালিকার ফটোকপি পাওয়ার জন্য আমাদের ৫ নং খাতামধুপুর ইউনিয়নে একটি আবেদন জমা দিতে যাই। সেদিন আমার আবেদন দেখে সচিব জিজ্ঞাসা করে বলেন, এটা কি? জবাবে আমি বলেছি, তথ্য আবেদনের মাধ্যমে আমি আপনাদের কাছে সরকারের "একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প" তে কাদেরকে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে তার তালিকার কপি পেতে চাই। তখন সচিব আমাকে প্রশ্ন করে বলেন, আমরা কাদেরকে এই প্রকল্প সুবিধা প্রদান করতে যাচ্ছি তার তালিকার কপি কি তোমাকে বলতে হবে? এ প্রেক্ষিতে আমি তাকে ২০০৯ সালের ১লা জুলাই সরকারীভাবে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার কথা বলি এবং উক্ত আইনে এদেশের নাগরিকদের তথ্য জানার যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে তার আলোকে আপনার কাছে এই তথ্য জানতে চাই। তখন সচিব বলেন, ঠিক আছে তোমার আবেদন জমা দিয়ে যাও, আমি চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলে তোমার আবেদনের জবাব দেবো। এর ২ দিন পর চেয়ারম্যান আমাকে তার বাড়িতে ডাকেন। সেখানে যাওয়ার পর, তিনি আমাকে বলেন, "তুমি যে একটি আবেদন সচিবকে দিয়েছো তা আমি পড়েছি। তথ্য অধিকার আইন কি তা আমি জানি না"। তখন আমি রিইবের "তথ্য অধিকার আইনের সহজ পাঠ" বইটি চেয়ারম্যানকে দিয়ে বলি, আপনি এই বইটি পড়লে তথ্য অধিকার আইন কি তা বুঝতে পারবেন। তারপর তিনি বলেন, ঠিক আছে, তুমি সচিবের সাথে কিছুদিন পরে দেখা করলে তোমার আবেদনের জবাব দিয়ে দেবো। আমি ১০ দিন পরে সচিবের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, আমরা এখনো নামের তালিকা লেখা শেষ করিনি। তাই তোমাকে এখন ফটোকপি দিতে পারছি না। তুমি আমাদের সাথে ৩ মাস পরে দেখা করো। তারপর আমি সচিবের কাছ থেকে চলে আসি। এর ৪ মাস পর সচিব আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, তোমার বাবার নাম আমরা "একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প" তে তালিকাভুক্ত করেছি, বরাদ্দ আসলে অবশ্যই তোমার বাবা'কে আমরা এই প্রকল্প সুবিধা প্রদান করবো।

"তথ্য অধিকার আইন আসলেই জনগণের আইন"-কবিতা রানী দাস

আমরা ঋষি, সমাজের মধ্যে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত অস্পৃশ্য ছোট জাতি হিসাবে চিহ্নিত। আমাদের পাড়ায় সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত কেউ আসেন না। তার একটাই কারণ আমরা নিচু সমাজের বলে। আমাদের এই অবস্থান অতিক্রম করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তালা উপজেলার মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তরের কাছে তালা উপজেলার নাগরিকেরা কি ধরনের সেবা পেয়ে থাকে সে সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার জন্য তথ্য আবেদন করেছিলাম। "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" এর আলোকে তথ্য আবেদনের ২০ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আমাকে তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকলেও আমার চিঠির কোন উত্তর দেয় নি। এ কারণে আমি পরবর্তীতে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে আপীল করি। সেখান থেকেও জবাব লাভে ব্যর্থ হলে আমি তথ্য অধিকার আইনের সর্বশেষ স্তর তথ্য কমিশনে লিখিত অভিযোগ করি। তথ্য কমিশন আমার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা অফিসারকে তথ্য প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করে। এই প্রেক্ষিতে উপজেলা অফিস থেকে "দেবকী" নামে একজন কর্মকর্তা আমাদের খানপুর ঋষি পাড়ায় এসে "কবিতা রানী" কে তা জানতে চান। তখন আমাদের দলের সদস্য রাধা রানী দাস তাকে জানান, "কবিতা বাড়িতে নেই, মাঠে কাজ করতে গেছে, আপনি আমার কাছে চিঠির উত্তর দিয়ে যেতে পারেন"। কিন্তু সেদিন তিনি আমাদের কথা না শুনে প্রশ্ন করে বলেন, "আমার বিরুদ্ধে তথ্য কমিশনে অভিযোগ করেছেন কেন?" ঠিক ঐ মুহূর্তে কবিতা মাঠ থেকে কাজ করে বাসায় আসার সময় ঐ কর্মকর্তার সাথে দেখা হলে আবারো অভিযোগ করে বলেন, "তুমি আমার নামে তথ্য কমিশনে লিখিত অভিযোগ করছো কেন?" তারপর এক পর্যায়ে কবিতার আবেদনের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তথ্যের একটা কপি তার হাতে দিয়ে বলেন, "আর যেন এ ধরনের কাজ না করেন। যে সকল তথ্যের দরকার তা আমাদের কাছে সরাসরি চাইলে আমরা দিতে প্রস্তুত"। ঐ কর্মকর্তার আগমনের সূত্র ধরেই পরে বুঝতে পারলাম যে, বেকায়দায় না পড়লে সরকারী অফিসারেরা আর আমাদের এই পাড়ায় আসে না। আর তথ্য অধিকার আইন আসলেই জনগণের আইন।

"তোমরা বেশি জানো তাই না? খুব বেশি আইন জেনে ফেলেছো দেখছি!"

আমি রোশনী রাণী মিল লাইন হরিজন কলোনী কুষ্টিয়াতে বাস করি। রিইব এনিমেটর সুমন কুমার আমাদের সাথে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। এরই মধ্যে আইনটি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাই। রিইবের উদ্যোগে সুরাইয়া আপা এবং ভারতের আসলাম ভাই ফেয়ার অফিসে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেন আমাদেরকে। আমরা জানলাম যে, এদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদেরও তথ্য জানার অধিকার আছে। আমরা ভেবে দেখি যে, এতজন লোক যেহেতু এই সেমিনারে এসেছে তাহলে সত্যি আইনে অনেকগুলো কাজ হতে পারে। এর মধ্যে সুমন আমাদেরকে নানান বিষয়ে আইনটিকে ব্যবহার করে আমাদেরকে তথ্য আবেদন করতে উদ্বুদ্ধ করে। যেমন বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, ভিজিএফ কার্ড প্রভৃতি। সেখানেই আমরা তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নিই আবেদন করার। আমাদের বাসস্থানের সমস্যা তাই সরকারি খাস জমি কতটা আছে আমাদের এলাকায় তা জানার জন্য আমরা তিনজনে পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করি। এর কিছুদিন পর সেখান থেকে একটি চিঠি আমাদের কাছে পাঠানো হয় দেখা করার জন্য। চিঠিটি পাঠানোর আরো দিন দু'য়েক পরে আমাদেরকে বার্তাবাহক দ্বারা মেয়র খবর পাঠান যে, আমরা যেন পরের দিন বিকাল ৪.০০টায় তার সাথে অফিসে দেখা করি। খবরটা শুনে আমরা সকলে অবাক হই এবং ভয়ে আমরা সবাই চিন্তা করতে থাকি যে, আমরা আবার কোথাও কোন অন্যায় করে ফেলিনি তো? তাছাড়া আমার ভাই কর্পোরেশনে কাজ করে, তাকে আবার সেখান থেকে বের করে দেবে নাতো? এমতাবস্থায় আমরা সুমনকে ফোন করি এবং পুরো বিষয়টি তাকে খুলে বলি। সুমন আমাদেরকে সাহস দেন এবং আমাদের সাথে মেয়র অফিসে যাওয়ার আশ্বাস দেন। পরের দিন আমরা সুমনসহ মেয়রের সাথে দেখা করার জন্য অফিসে যাই। একপর্যায়ে মেয়রের কক্ষে প্রবেশ করি। আমাদেরকে দেখার পর তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেন এবং বাবার নামসহ কোথায় থাকি, কি করি তা জানতে চান। তখন আমি নিজের নামসহ অন্যান্য পরিচয় দিয়ে আদর্শ ডিগ্রী কলেজে নিজের পড়াশুনা করার কথা বলি। তারপর তিনি এনজিওতে আমি চাকুরী করি কিনা তা জিজ্ঞেস করেন এবং প্রশ্ন করে বলেন, তুমি কেন এই তথ্যগুলো জানতে চেয়েছো? এসব তোমাদেরকে কে বুদ্ধি দিচ্ছে? কে এগুলো শেখাচ্ছে? এগুলো করে তোমরা কি করবে? আমরা আজ পর্যন্ত জানি না "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" সালে পাশ হয়েছে। তোমরা বেশি জানো তাই না? খুব বেশি আইন জেনে ফেলেছো দেখছি! তখন আমার বান্ধবী আলো রাণী বিশ্বাস বলেন, স্যার, আমরা লেখাপড়া শিখছি। তাই জানার জন্য, বুঝার জন্য এই আবেদনগুলো করেছি। আর একজন নাগরিক হিসেবে তথ্য জানার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। তখন আবার মেয়র সাহেব বলেন যে, না ঘরকা না ঘাটকা। এখানে কোন তথ্য নেই। তোমরা উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে এই তথ্য গুলো নিতে পারবে। তারপর আমরা বাইরে চলে আসি এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ করে বুঝেছি তাহলে এগুলো বলার জন্যই আমাদেরকে ডাকা হয়েছে। এগুলো তো ভালভাবেই বলা যেত এমন আচরণ করার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। সেদিন মেয়রের কাছে এমন ব্যবহার পাওয়ার পর আমরা আরো বেশি বেশি করে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পাঁচজন এনিমেটর এবং রবিদাস জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেহেরিং প্লাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de